রোপা আমনের বালাই দমনে কৃষক ভাইদের করণীয়

ব্লাস্ট রোগ

পাইরিকুলারিয়া গ্রিসিয়া নামক ছত্রাকজনিত রোগ। পাতায় হলে পাতা ব্লাস্ট, গিঁটে হলে গিঁট ব্লাস্ট, শীষে হলে শীষ/নেক ব্লাস্ট হয়ে থাকে।

রোগের বিস্তার: ১। বীজ, বাতাস, কীটপতঙ্গ ও আবহাওয়ার মাধ্যমে ছড়ায়। ২। রাতে ঠান্ডা, দিনে গরম ও সকালে পাতায় শিশির জমা হলে। ৩। যে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কম বা বেলে মাটিতে হয়। ৪। অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার করলে। ৫। প্রয়োজনের তুলনায় কম পটাশ সারের ব্যবহার করলে। ৬। দীর্ঘদিন জমি শুকনা থাকলে।

লক্ষণ: পাতায় ব্লাস্ট হলে ছোট ছোট ডিম্বাকৃতির দাগ সৃষ্টি হয়। আস্তে আস্তে দাগ বড় হয়ে কিনারা বরাবর বাদামি ও মাঝের অংশ সাদা ছাই বর্ণ ধারণ করে। পরে দাগের দুই প্রান্ত লম্বা হয়ে চোখের আকৃতি ধারণ করে। গীট ও শীষে ব্লাস্ট হলে গোড়াকালো হয়ে যায় এবং ভেঙ্গে যায়।

DAE, SYLHET

ব্যবস্থাপনা: ১। রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার ২। সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার ৩। ইউরিয়া সারের পরিমিত ব্যবহার। ৪। আক্রান্ত জমিতে সবসময় পানি ধরে রাখা।

DAE, SYLHET

খোলপচা

ছত্রাকজনিত রোগ। বিস্তার: ১। মাজরা পোকা ও টুংরো রোগ আক্রান্ত গাছে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়।

১। গরম ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টির ঝাপটায় এ রোগ ছড়ায়। গাছের থোর অবস্থায় এ রোগটি ছড়ায়।

লক্ষণ: রোগটি পাতায় হয় না। শুধুমাত্র খোলে এই রোগ হয়, ডিগ পাতার খোল আক্রান্ত হলে বাদামি দাগ পড়ে এবং দাগের কেন্দ্র ধূসর ও কিনারা বাদামী রং হয়। পরবর্তীতে পুরো খোল ছড়াতে থাকে।

ব্যবস্থাপনা: ১। জমির পানি শুকিয়ে আবার সেচ দেওয়া (**AWD** পদ্ধতি অনুসরণ)। ২। সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ।

DAE, SYLHET

DAE, SYLHET

ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতপোড়া (বিএলবি)

বিস্তার: উচ্চ তাপমাত্রা ৭০% এর উপরে আপেক্ষিক আর্দ্রতা, ঝড়ো বৃষ্টি, রোগপ্রবণ জাত, রোপনের সময় শিকড় অথবা গাছে ক্ষত সৃষ্টি এবং অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহারের কারণে এই রোগের প্রকোপ বেশি হয়।

লক্ষণ: চারা রোপণের ১৫-২০ দিনের মধ্যে গাছে এ রোগ দেখা দেয়। আক্রান্ত চারা গাছের গোড়া পচে যায়, পাতা নেতিয়ে পড়ে ও হলুদাভ হয়ে যায় এ অবস্থাকে কৃসেক বলে। পাতার কিনারা ও আগা থেকে ক্রমান্বয়ে শুকাতে থাকে এবং আক্রান্ত অংশ প্রথমে জলছাপ এবং পরে হলুদ হয়ে খড়ের রং ধারণ করে এবং সম্পূর্ণ পাতাটাই শুকিয়ে মরে যায়। আক্রান্ত গাছের কান্ড ছিড়ে চাপ দিলে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজের মত তরল পদার্থ বের হয়।

ব্যবস্থাপনা: ১। ইউরিয়া প্রয়োগ বন্ধ করে ৫ কেজি হারে পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। ২। জমি শুকিয়ে পরে পানি দিতে হবে। ৩। প্রাথমিক অবস্থায় ৬০ গ্রাম পটাশ ও ৬০ গ্রাম থিওভিট ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। রোগের মাত্রা বেশি হলে ১ গ্রাম হারে চিলেটেড জিংক স্প্রে করতে হবে।

DAE, SYLHET

DAE, SYLHET

ধানের টুংরো

লক্ষণ: টুংরো ভাইরাসজনিত রোগ। সবুজ পাতা ফড়িং এ রোগের বাহক। ধান ক্ষেতে বিক্ষিপ্তভাবে গাছের পাতা কমলা হলদে রং ধারণ করে । আক্রান্ত কচি পাতা হলুদ রঙের হয় এবং মুচড়ে যায়। আক্রান্ত গাছ খাটো হয় এবং ভূমির দিকে নুয়ে পড়ে।

বিস্তার: টুংরো আক্রান্ত চারা রোপনের মাধ্যমে ছড়ায়। সবুজ পাতা ফড়িং এর মাধ্যমে আশেপাশে স্বেচ্ছায় গজানো রোগাক্রান্ত গাছ, বাওয়া ধান বা ঘাসের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।

ব্যবস্থাপনা: ১। আগাছা দমন। ২। আলোক ফাঁদ, পার্চিং এবং হাত জালের মাধ্যমে সবুজ পাতা ফড়িং দমন। ৩। রোগাক্রান্ত গাছ তোলে মাটিতে পুতে ফেলা।

ধানের রোগ দমনের জন্য অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ও এর প্রয়োগ মাত্রা

পোকার নাম	বাণিজ্যিক নাম	সাধারণ নাম	প্রয়োগ মাত্রা
ব্লাস্ট	নাটিভো, অপনেন্ট, স্ট্রমিন, কাইসিন, প্রোপেল	টেবুকোনাজল + ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন ৭৫ ডব্লিউজি	৬ গ্রাম ১০ লিটার মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
	স্ট্যনজা, জিল, ট্রুপার, আমোক, দিফা	ট্রাইসাইক্লাজল	৮ গ্রাম ১০ লিটার মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
	এমিস্টার টপ	ডাইফেনকোনাজল + এ্যাজেক্সিস্টবিন ৩২৫ এসসি	১০ এমএল ১০ লিটার মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
	ফিলিয়া, সিনোটা,	ট্রাইসাইক্লাজল + হেক্সাকোনাজল	১০ এমএল ১০ লিটার মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
খোলপচাঁ	টিল্ট, প্রাউড, একোনাজল, প্যারাগন	প্রপিকোনাজল ২৫০ ইসি	২০ এমএল ১০ লিটার মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া (বিএলবি)	ব্যাকটাফ		১৫ গ্রাম ১০ লিটার মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
টুংরো	ইমিটাফ ২০ এমএল	ইমিটাক্লোপ্রিড, আইসোপ্রোর্কাপ	২-৫ মি.লি. ১০ লিটার মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
নেমাটোড বা কৃমি	সানমেকটিন ১.৮ ইসি, সিয়েনা ৬ ডব্লিউজি, রকেট, ফারটেরা	এবামেকটিন	১২ মি.লি. ১০ লিটার মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রচারে: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট

মুদ্রণে : জাহান প্রিন্ট মিডিয়া, সিটি বাণিজ্যিক ভবন, বন্দর বাজার, সিলেট ০১৭১০ ৪৬১০৪২

প্রকাশকাল: জুন ২০২৩, প্রচার সংখ্যা: ১২০০০ কপি

CamScanner

রোপা আমনের বালাই দমনে কৃষক ভাইদের করণীয়

বাদামি গাছ ফড়িং (কারেন্ট পোকা)

লক্ষণ: গাছের গোড়ায় অনেকগুলো বাদামী রঙের ছোট ছোট পোকা থাকে। এ পোকা আড়াআড়ি ভাবে চলাচল করে ও ধান গাছের রস চুষে খায়। ফলে গাছ প্রথমে হলুদ ও পরে শুকিয়ে গিয়ে খড়ের মত হয়। এই অবস্থাকে "হপার বার্ন" বলে।

ব্যবস্থাপনা: ১। যত দ্রুত সম্ভব ক্ষেত থেকে পানি ৫-৭ দিনের জন্য বের করে নেওয়া। ২। চার/পাঁচ সারি পরপর ক্ষেতের উত্তর-দক্ষিণ দিকে বিলি কেটে দেওয়া। ৩। আক্রান্ত জমির গাছের গোড়া বরাবর স্প্রে করতে হবে। ৪। পরিমিত ইউরিয়া সার ব্যবহার।

পাতা মোড়ানো পোকা

লক্ষণ: এ পোকা পাতা লম্বালম্বিভাবে মুড়িয়ে ভিতরের সবুজ অংশ খায়। ফলে প্রথমে পাতা সাদা ও পরে পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়।

ব্যবস্থাপনা: ১। আলোক ফাঁদের সাহায্যে পোকা দমন। ২। ডালপালা পুঁতে পার্চিং এর মাধ্যমে দমন। ৩। পরজীবী বা উপকারী পোকার সংরক্ষণ ও সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কীটনাশক প্রয়োগ যথাসম্ভব বিলম্বিত করা।

মাজরা পোকা

লক্ষণ: মাজরা পোকার আক্রমণ অঙ্গজ বৃদ্ধি পর্যায়ে হলে মরাডিগ এবং থোড় অবস্থায় বা পরবর্তী পর্যায়ে হলে সাদা শীষ দেখা দেয়। ডিগটান দিলে সহজে উঠে যায়।

ব্যবস্থাপনা: ১। ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করা। ২। আলোক ফাঁদের সাহায্যে পোকা দমন। ৩। ডালপালা পুঁতে পার্চিং এর মাধ্যমে দমন। ৩। আমন ধান কাটার পর চাষ দিয়ে নাড়া মাটিতে মিশিয়ে বা মাটিতে পুড়িয়ে ফেলুন।

পামরী পোকা

লক্ষণ: পামরী পোকার কীড়া পাতার ভিতরে সুড়ঙ্গ করে সবুজ অংশ খায়। আর পূর্ণবয়স্ক পোকা পাতার সবুজ অংশ কুড়ে কুড়ে খায়। এভাবে খাওয়ার ফলে পাতা সাদা দেখায়।

ব্যবস্থাপনা: ১। হাত জাল দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলা। ২। জমিতে শতকরা ৩৫ ভাগ পাতার ক্ষতি হলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করা।

ধানের গান্ধি পোকা

লক্ষণ: গান্ধি পোকা ধানের দানায় দুধ সৃষ্টির সময় আক্রমণ করে। বয়স্ক গান্ধি পোকার গা থেকে বিশ্রী গন্ধ বের হয় এবং ক্ষেতে গেলেই তা বোঝা যায়।

ব্যবস্থাপনা: ১. জমির চারপাশে আইল বরাবর কেরোসিন ছড়িয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ২। আলোক ফাঁদের সাহায্যে পোকা দমন। ৩। বিকেল বেলা অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ধানের পোকা দমনের জন্য অনুমোদিত কীটনাশক ও এর প্রয়োগ মাত্রা

পোকার নাম	বাণিজ্যিক নাম	সাধারণ নাম	প্রয়োগ মাত্রা
বাদামি গাছ ফড়িং (বিপিএইচ)	প্লেনাম, পাইটাফ, রামপি	পাইমেট্রোজিন ৫০ ডাব্লিউজি	৬ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
	স্পাইক, ক্রুজার, স্লুয়ার, ম্যাক্সিমা	থায়ামেথোক্সাম ৪০ ডাব্লিউজি	১-২ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
পাতা মোড়ানো পোকা	ভিরতাকো	থায়ামেথোক্সাম+ ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল	১-২ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
	মার্শাল, এডভানটেজ	কার্বোসালফান ২০ ইসি	২৫ মি.লি. ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
	সাকসেস, লিবসেন	স্পিনোসাড্ ২.৫ এসসি	৬ মি.লি. ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
	সার্পোট, রেফরি, সীজেন্ট	ফিপ্রোনিল ৫০ এসসি	১৫ মি.লি. ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
মাজরা পোকা	কাটাপ, ফরাটাপ, ব্রাভো	কারটাপ ৫০ এসপি	২৫ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
	এনফিউজ, ফারটেরা	ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল ০.৪ জি	বিঘা প্রতি ১.৫ কেজির সাথে ৬-৮ ইউরিয়া সারের সাথে মিশিয়ে ছিটাতে হবে।
	সিয়েনা, আয়েশা, প্রেকটিন	এবামেকটিন ২%+ এমামেক্টিন বেনজয়েট ৪%	৫ গ্রাম ১০ লিটার মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
পামরী পোকা	ডায়মেথিয়ন, ডাইমেগ্রো, টাফগর	ডাইমেথোয়েট ৪০ ইসি	২৫ মি.লি. ১০ লিটার মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
	ডারস্বান, ভিটাশিল্ড, মিমবান, ডিসপেল	ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি	২৫ মি.লি. ১০ লিটার মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
	সপসিন	এমআইপিসি ৭৫ এসপি	৩০ গ্রাম ১০ লিটার মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
	কাটাপ, ফরাটাপ, ব্রাভো	কারটাপ ৫০ এসপি	২৫ গ্রাম ১০ লিটার মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
গান্ধি পোকা	সাইফানন, আশাথিয়ন	ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি	২৫ মি.লি. ১০ লিটার মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।
	ডিসপেল, পাইক্রোরেক্স, ডারস্বান, ভিটাশিল্ড	ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি	২৫ মি.লি. ১০ লিটার মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রচারে: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট

প্রকাশকাল: জুন ২০২৩, প্রচার সংখ্যা: ১২০০০ কপি

CamScanner